সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৩৮
WEEKLY BOOKLET:238

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
"নেকীর দাওয়াত" কিতাবের একটি অংশ, সংশোধন ও পরিবর্ধন

রোগী ডাক্তার হয়ে গেলো

- কবর আলোকিত করার মাধ্যম
- আঙ্গুরের হিসাব, আখিরাতের ভয়
- যত সম্পদ তত বিপদ
- আহত হৃদয়ের বুযুর্গ ব্যক্তি

উপস্থাপনায়
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়গুলো "নেকীর দাওয়াত" এর ২৭৭-২৯১ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে।

রোগী ডাক্তার হয়ে গেলো

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে পুস্তিকা **"রোগী ডাক্তার হয়ে গেলো"** পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে গুনাহের রোগ থেকে আরোগ্য দান করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও ও জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসাবে প্রবেশ করাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: যে কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, তার আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়া উচিত। কেননা, আমার উপর দরূদ পাঠ করা, বিপদ-আপদকে দূরীভূতকারী।

(আল কৃওলুল বদী', ৪১৪ পৃষ্ঠা। বুস্তানুল ওয়ায়েজীন লি ইবনে যাওজী, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

চুপ থাকার চেয়ে নেকীর দাওয়াত দেয়া উত্তম

মুখের কথার অসংখ্য বিপদ রয়েছে আর তা থেকে বাঁচার উত্তম পদ্ধতি হলো, মুখে কুফলে মদীনা (মুখে তালা)

www.dawateislami.net

লাগানো, অর্থাৎ চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা। অবশ্য যে ব্যক্তি মুখের কথাবার্তার ভুলত্রুটি হতে বাঁচতে জানে ও শরীয়াতের চাহিদা অনুযায়ী কথা বলার যোগ্যতা রাখে, তার জন্য **নেকীর দাওয়াত** দেয়া চুপ থাকার চাইতেও অধিক উত্তম। যেমন: **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমরা যদি 'اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر' (অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা) এই কাজটি করো তাহলে তা চুপ থাকার চেয়ে অধিক উত্তম।" **(শুআবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৫৭৮)**

সাওয়াব লাভের আশা

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: 'আমি অন্যদেরকে সৎকাজে নির্দেশ দিয়ে থাকি, যদিওবা নিজে সে কাজটি করি না, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে এর সাওয়াব লাভের আশা রাখি।' **(কানযুল উম্মাল, ৩য় খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং: ৮৪৩৮)** অর্থাৎ আমি যখন কাউকে কোন নেক কাজ করার নির্দেশ দিই, তখনই আমি এর সাওয়াব পেয়ে গেছি। যদিও আমি সে কাজটি নিজেই না করে থাকি।

www.dawateislami.net

কবর আলোকিত করার মাধ্যম

আল্লাহ পাক হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি অহী প্রেরণ করলেন: "উত্তম বিষয়াবলী নিজেও শিখো, আর অপরকেও শিখাও। আমি উত্তম বিষয় শিক্ষা গ্রহণকারী ও শিক্ষাদানকারীদের কবরকে আলোকিত করে দিবো যেন তাদের কোন ধরনের ভয় না থাকে।"

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৬৭)

اِنْ شَآءَ الله মুবাল্লিগদের কবর ঝলমল করতে থাকবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উক্ত রেওয়ায়াত থেকে উত্তম বিষয় শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের সাওয়াব ও প্রতিদান সম্পর্কে জানা গেলো। সুন্নাতে ভরা বয়ানকারী, দরস দানকারী ও শ্রোতাদের কথা তো তরী পার হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله তাঁদের কবর সমূহ ভেতর থেকে ঝলমল করতে থাকবে আর তাঁদের কোন ধরনের আতঙ্ক অনুভব হবে না। **একক প্রচেষ্টা** করে **নেকীর দাওয়াত** দানকারীদের, সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফরকারীদের, পরকালীন বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে **নেক আমলের** পুস্তিকা পূরণে উৎসাহ প্রদানকারীও সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আহ্বানকারীদের এমনকি মুবাল্লিগদের **নেকীর দাওয়াত** শ্রবণকারীদের কবর সমূহও اِنْ شَآءَ الله **হুযুর পুরনূর**

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরের সদকায় নুরুন আলা নূর হবে (অর্থাৎ নূরে ঝলমল করতে থাকবে)।

কবর মে লেহরায়েঙ্গে থা হাশর চশমে নূর কে,
জলওয়া পরমা হুগী জব তালআত রাসূলুল্লাহ কি।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৫২ পৃষ্ঠা)

কঠিন শব্দাবলির অর্থঃ তালআত: অর্থাৎ চেহরা, আকৃতি, দৃষ্টি।

কালামে রযার ব্যাখ্যাঃ হে আশিকানে রাসূল! আন্দোলিত হোন! **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন নিজের নূরানী চেহারা নিয়ে মুমিনদের কবর সমূহে তাশরীফ রাখবেন; তখন তো কেবল আলো আর আলোই হবে। আর কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত কবরে নূরের ঝর্ণা দোলা দিতে থাকবে।

আন্দেরে ঘুপ আন্দেরা হে শাহা ওয়াহশাত কা ডেরা হে,
করম ছে কবর মে তুম আওগে তো রৌশনি হুগী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রোগী ডাক্তার হয়ে গেল

হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদা অসুস্থ হয়ে যান। লোকেরা তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলো। তাঁর মুহাব্বতকারী এক মন্ত্রী আলী বিন ঈসা'র

www.dawateislami.net

আবেদনের প্রেক্ষিতে বাগদাদের খলীফা রাজ দরবারের প্রধান খ্রীষ্টান চিকিৎসককে (সার্জন) তাঁর চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সে খুবই যত্ন সহকারে চিকিৎসা করলো। কিন্তু কোন উপকার হলো না। একদা প্রধান চিকিৎসক বললো: হে শিবলী (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ)! আমি যদি এ কথা জানতে পারতাম যে, আমার শরীরের কোন অংশে আপনার চিকিৎসার ঔষধ রয়েছে, তবে আপনার জন্য আমার শরীরের সেই অংশ কেটে দিতে কোনরূপ অসম্মতি হবে না। হযরত সায়্যিদুনা শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: 'আমার ঔষধ রয়েছে আপনার শরীরের অংশ কাটার চাইতেও অধিকতর সহজ কিছুতেই'। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: সেটি কী? তুমি তোমার পৈতাটি কেটে ফেলো আর ইসলাম গ্রহণ করে নাও। اِنْ شَآءَ الله খুশিতে আমার রোগ ভালো হয়ে যাবে। তখনিই ডাক্তার সাহেব তাঁর পৈতাটি কেটে ফেললো ও কুফরী হতে তাওবা করে নিলো। কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ হযরত সায়্যিদুনা শিবলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরোগ্য লাভ করে রোগীর বিছানা হতে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। বাগদাদের খলিফার কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছল, তিনি তখন আশ্চর্য হয়ে বললেন: আমি তো ডাক্তারকে রোগীর কাছে পাঠিয়েছিলাম। আমি তো জানতামই না যে, বাস্তবে একজন রোগীকেই ডাক্তারের কাছে পাঠাচ্ছি।

www.dawateislami.net

(রূহুল বয়ান, ২য় খন্ড, ৪৬১ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পৈতা কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হিন্দুরা তাদের গলা ও বগলের মাঝখানে একটি ফিতা জাতীয় দড়ি পরিধান করে থাকে। সেটিকে পৈতা বলা হয়। অনুরূপ সেই রকম ফিতা জাতীয় দড়ি কিংবা শিকল খ্রীষ্টানরা বেঁধে থাকে, অগ্নিপূজারী ও ইহুদীরাও তাদের কোমরে বেঁধে থাকে। সেটিকেও পৈতা বলা হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই ঘটনা থেকে জানা গেলো, আমাদের আউলিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ الله **নেকীর দাওয়াত** মানুষের হেদায়াত ও ইসলাম প্রচারের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। কোন অমুসলিম কর্তৃক ইসলাম গ্রহণ করে নেওয়াতে তাদের এমন খুশি অর্জিত হতো যে, অধিক খুশির কারণে কখনও কখনও তাঁদের মারাত্মক রোগও ঠিক হয়ে যেত।

মুঝে তুম এ্যয়ছি দো হিম্মত আক্বা, দোঁ সবকো নেকী কি দাওয়াত আক্বা
বানা দো মুঝকো ভী নেক খাস্‌লত, নবীয়ে রহমত শফিয়ে উম্মত।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

খলিফা সুলাইমান কান্না করতে লাগলেন

দামেশকের উমাইয়া খলিফা সুলাইমান বিন আবদুল মালেক অত্যন্ত প্রভাবশালী বাদশাহ ছিলেন। একবার তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস সায়্যিদুনা ইমাম তাউস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে তাঁর দরবারে ডেকেছেন। তিনিও সুযোগ পেয়ে **নেকীর দাওয়াত** দিতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি জানেন, সব চাইতে অধিক শাস্তি কার হবে? খলিফা বললেন: আপনিই বলুন। তখন তিনি নিম্ন প্রদত্ত হাদীস শরীফটি পড়ে শুনালেন: "**আল্লাহ পাক** যে ব্যক্তিকে তাঁর রাজ্যের রাজত্ব দান করেছেন, সেই ব্যক্তি যদি অত্যাচারের পথ বেছে নেয়, তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে সব চেয়ে বেশি শাস্তি দেওয়া হবে।" এ কথা শুনে খলিফা **আল্লাহ পাকের** ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন আর অঝোর নয়নে কান্না করতে লাগলেন। এমনকি কান্না করতে করতে এক পর্যায়ে তিনি সিংহাসনেই শুয়ে পড়লেন। দরবারের সকল সভাসদ তাঁকে এ অবস্থায় রেখেই চলে গেলো। **(মুস্তাতরাফ, ১ম খন্ড, ১৬৯ পৃষ্ঠা)**

অধীনস্থদের ব্যাপারে সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনাটি থেকে জানা গেলো, বয়ানের প্রভাব পড়ার জন্য যেভাবে শ্রোতার এক মনে

www.dawateislami.net

এক ধ্যানে বয়ান শুনা জরুরী, সেভাবে মুবাল্লিগকেও আমলদার, একনিষ্ঠ ও সব ধরণের লোভ-লালসা ও নিজস্ব মতলব থেকে পবিত্র হওয়া জরুরী। যেখানে এই দুই বিষয় একত্রিত হবে, اِنْ شَآءَ الله সেখানে বয়ানের দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হবে। আর যদি এতদুভয়ের যে কোন একটি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে বয়ান করে কোন ফল আশা করা কঠিন হয়ে যাবে। এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো, কোন বাদশাহও যদি অত্যাচার করে, তাহলে সেই বাদশাহও **আল্লাহ পাকের** দোযখের শাস্তির সব চেয়ে অধিক উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। যেসব ব্যক্তি নেতৃত্বের আকাংখা করে তারা একদিকে নিজেকে অত্যন্ত ভয়াবহ গভীর কূপে নিক্ষেপ করার জন্যই প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই বিষয়ে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুইটি বাণী শুনুন: ﴾১﴿ "যাকে প্রজাদের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে, সে যদি প্রজাদের কল্যাণ কামনা না করে, তবে সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না।" (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৪৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭১৫০) ﴾২﴿ "তোমরা প্রত্যেকেই এক এক জন অভিভাবক আর প্রত্যেকের কাছেই নিজের অধিনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যাকে লোকজনের নেতা বানানো হয়েছে সে ব্যক্তি অভিভাবক, তার কাছে তার অধিনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষেরা নিজের

www.dawateislami.net

পরিবার-পরিজনের অভিভাবক, তার কাছে পরিবার-পরিজনদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রীগণ তার স্বামীর ঘর ও সন্তানদের কর্ত্রী, সেও তাদের ব্যাপারে জবাবদিহিতার শিকার হবে। গোলাম বা চাকর তার মালিকের সম্পদের অভিভাবক, তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। শুনে রাখো! তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন অভিভাবক, আর প্রত্যেককেই তার অধিনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (সহীহ বুখারী, ২য় খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫৫৪)

নেতৃত্ব পাওয়াতে কান্না

এবার আরেকটি বর্ণনা লক্ষ্য করুন। এটি নেতৃত্ব বিষয়ে খুবই শিক্ষনীয় যেমন; 'তারিখুল খুলাফা'য় বর্ণিত রয়েছে: আতা বিন আবি রাবাহ্ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: 'হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সহধর্মীনি ফাতেমা বিনতে আবদুল মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا আমাকে বললেন: হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে যখন খেলাফতের দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন তিনি ঘরে আসলেন আর জায়নামাযে বসে কান্না আরম্ভ করে দিলেন। এত বেশি কান্না করলেন যে, তাঁর দাঁড়ি মোবারক অশ্রুতে ভিজে গেল। আমি জানতে চাইলাম: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কেন

www.dawateislami.net

কান্না করছেন? বললেন: হে ফাতেমা! মুসলমানদের শাষনকার্য, উন্নয়ন এবং তাদের দেখাশোনা করার সমস্ত দায়-দায়িত্ব আমার উপর অর্পন করা হয়েছে। আমি ভাবছি ক্ষুধার্ত-উলঙ্গ, গরীব-দুঃখী, রুগ্ন-দুর্বল, বন্দী-মুসাফির, সন্তান-সন্ততি মোট কথা আমার সকল প্রজাদের, সকল ক্ষতিগ্রস্তদের খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়াদি নিয়ে, আরও ভাবছি কখনো আবার **আল্লাহ পাক** যদি তাদের যে কারো ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আর আমি যদি যথাযথ উত্তর দিতে না পারি তবে আমার কি অবস্থা হবে! আমি এই চিন্তায় কান্না করছি। (তারিখুল খুলাফা, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

আঙ্গুর খাওয়ার ক্ষেত্রেও ভয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! আজকাল তো নেতৃত্বের মাধ্যমে ধন-সম্পদ ও মর্যাদা অর্জন করা হয়ে থাকে। কিন্তু **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দাদের অবস্থা এর চেয়ে ভিন্ন, এসব ব্যাপারে **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কান্না করতে করতে তাঁরা বেহুশ হয়ে পড়েন। তাঁরা ভয়ে ভয়ে পা ফেলেন, আর প্রতিটি বিষয়ে ভয় করেন। যেমন; হযরত সায়্যিদুনা আওন বিন মুআম্মার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: 'একদা সায়্যিদুনা হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সহধর্মীনিকে

www.dawateislami.net

বললেন: ফাতেমা! তোমার কাছে একটি দিরহাম থাকলে, আমাকে দাও। আজ আমার আঙ্গুর খেতে ইচ্ছা করছে। তিনি বললেন: আমার কাছে দিরহাম কোথায়? আমীরুল মুমিনীন হয়েও আপনি কি একটি দিরহামের ক্ষমতাও রাখেন না? (ব্যাকুল হয়ে) বললেন: আঙ্গুর খাবোনা। কাল জাহান্নামের শিকল পরিধান করার চাইতেও আজ আমার পক্ষে আঙ্গুর না খাওয়াই অতি সহজ।' (তারিখুল খুলাফা, ৪৭১ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আঙ্গুরের হিসাব, আখিরাতের ভয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আবদুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খোদাভীতির প্রতি মোবারকবাদ! আঙ্গুর নিঃসন্দেহে হালাল ও পবিত্র ফল, কিন্তু **আল্লাহ পাকেরই** নেয়ামত, আর কিয়ামতের দিন প্রত্যেক নেয়ামতেরই হিসাব দিতে হবে। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আখিরাতের ভয়ের কারণে আঙ্গুর খাওয়া থেকে বিরত রয়েছেন। হায়! আজ আমরা একের পর এক মজাদার নেয়ামত খেয়ে যাচ্ছি, অসংখ্য নেয়ামত ব্যবহার করে যাচ্ছি, আরও অনেক উন্নত নেয়ামতের লালসায় লিপ্ত

www.dawateislami.net

আছি। উন্নত মানের অট্টালিকাও যথেষ্ট বলে মনে হয় না। বড় বড় বাংলো (VILLA) নির্মাণে ব্যস্ত থাকি। অথচ ৩০ পারার সূরা তাকাছুরের শেষ আয়াত **আল্লাহ**ভীতি সম্পন্নদেরকে ব্যাকুল করে দেয়। যেমনিভাবে; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুবাদ **'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান'** কিতাবের ১১১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَىِٕذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿۸﴾

(পারা ৩০, সূরা তাকাসূর, আয়াত ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর নিঃসন্দেহে সে দিন তোমাদেরকে নেয়ামতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে ৩টি হাদীস শরীফ

﴿১﴾ ইকরামা বলেন: যখন এ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসুলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা কোন্ নেয়ামত ভোগ করছি? আমরা যবের রুটি যে খাই, তাও তো আধাপেট! অহী আসল: তোমরা কি জুতো পরিধান করো না? ঠান্ডা পানি পান করো না? এগুলোও তো নেয়ামত।"

(তাফসীরে দুররে মনছুর, ৮ম খন্ড, ২১৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

﴾২﴿ শেরে খোদা মুশকিল-কুশা মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেন: "কোন ব্যক্তি গমের রুটি খেল আর ফোরাতের ঠান্ডা পানি পান করল এবং তার যদি থাকার জন্য একটি ঘরও থেকে থাকে, তাহলে এসব এমন নেয়ামত, যেগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (প্রাগুক্ত, ৬১২ পৃষ্ঠা)

﴾৩﴿ প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه আয়াতটি সম্পর্কে বলেন: "পৃথিবীর যেসব জিনিসে স্বাদ রয়েছে আয়াতটি দ্বারা সেসব জিনিসই উদ্দেশ্য। (প্রাগুক্ত)

সূরা তাকাছুরের উক্ত সর্বশেষ আয়াতটি সম্পর্কে সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেছেন: **আল্লাহ পাক** তোমাদেরকে যা দান করেছিলেন, নিরাপদে রেখেছিলেন, ধন-সম্পদ দান করেছিলেন যেসব দিয়ে তোমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন স্বাদ উপভোগ করতে, সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বলা হবে; এসব কিছু তোমরা কিসে ব্যয় করেছ? তোমরা কি এসবের শুকরিয়া আদায় করেছ? এবং শুকরিয়া না করার জন্য শাস্তি দেয়া হবে।

www.dawateislami.net

দুই প্রকার নেয়ামত ও আখিরাতের জিজ্ঞাসাবাদ

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সূরা তাকাছুরের উক্ত সর্বশেষ আয়াত সম্পর্কে কৃত তাফসীরে এটাও বলেছেন: 'উপার্জিত নেয়ামত (অর্থাৎ কষ্টের মাধ্যমে উপার্জন করা নেয়ামতরাজি যেমন; মিষ্টিদ্রব্য, সুস্বাদু খাবার, ঠান্ডা পানীয়, উন্নত পোশাক, ধন-সম্পদ, রাজত্ব ইত্যাদি) সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন করা হবে। ﴾১﴿ কোথা হতে অর্জন করেছ? ﴾২﴿ কোথায় ব্যয় করেছ? ﴾৩﴿ এসবের কি শুকরিয়া আদায় করেছিলে? প্রাপ্ত নেয়ামত (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** প্রদত্ত সেসব নেয়ামত, যেগুলোতে বান্দার কষ্টের কোন বিষয় নেই, যেমন; চাঁদ, সূর্য, হাত, পা, চোখ, কান ইত্যাদি) সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন করা হবে। ﴾১﴿ এসব কোথায় ব্যয় করেছ? ﴾২﴿ এসবের কি শুকরিয়া আদায় করেছ? **(নূরুল ইরফান, ৯৬৬ পৃষ্ঠা)**

হায়! কত উন্নতমানের খাবার!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিই বড়ই ভয়ের কথা, আজকাল আমরা উন্নত মানের খাবার ও নেয়ামতের লালসায় মেতে উঠেছি। অথচ কবরে কীট-পতঙ্গদের খাদ্য হবার ও আখিরাতের হিসাব-নিকাশে ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কার কথা

www.dawateislami.net

একেবারেই ভুলে আছি। আমরা চাই ভালো ভালো ও মজার মজার খাবার, আবার টাটকাও। উন্নমানের খাবার একে তো স্বয়ং নেয়ামতই তার উপর সেটি টাটকা বা গরম হওয়া আরেকটি নেয়ামত। চা তো কেবল চা-ই না, তাতে রয়েছে দুধ, চা-পাতা, চিনি ইত্যাদি তা আবার হয়ে থাকে। এভাবে আমাদের এক কাপ চাও কয়েকটি নেয়ামতেরই সমষ্টি হয়ে যায়। অনুরূপ হালুয়া, পুরি, পিৎজা, পরাটা, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাবার, তরতাজা ফল, শুকনো ফল (ড্রাই ফুড), সুস্বাদু ফালুদা, সুপেয় শীতল সুমিষ্ট পানীয়, বাদাম-পোস্তা-খোরমা দেওয়া পায়েস, ঠান্ডা পানীয়ের বোতল (COLD DRINKS), আইসক্রীম, মাখন, মালাই, পনীর, কাষ্টার্ড, কাবাব, সমুছা, গরম গরম পিয়াজু, তেলে ভাজা মাছ, তেলে ভাজা মাংস, তন্দুরে ঝলসানো রানের মাংস, চিকেন ফ্রাই, শিখ কাবাব, বার্গার, নাম না জানা আরও কত যে খাবার আমাদের লোভী জিহ্বা লালসা করে আর গলধকরণ করে তার সীমা নেই। উল্লিখিত সব ধরনেরই খাবার যদিও হালাল, কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে ও সকল নেয়ামত সম্পর্কে আখিরাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। হায়! আমাদের খাবার-দাবার যদি আমাদের আয়ত্বে এসে যেতো। আমরা যদি ভালো ভালো নিয়্যত না করে থাকি তবে কেবল আনন্দ ও স্বাদ গ্রহণের

www.dawateislami.net

জন্য পানাহারের অভ্যাস থেকে আমাদের প্রাণ রেহায় পেতো।

সম্পদ-ভক্ষণে আগ্রহীরা একটু ভাবুন

ক্ষণিকের স্বাদ গ্রহণের বিপরীতে আমরা কত বড় বিপদ ডেকে আনছি! নিচের বর্ণনাটি থেকে তা বুঝার চেষ্টা করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদিনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'মিনহাজুল আবেদীন' কিতাবের ১৪১ পৃষ্ঠায় হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বর্ণনায় রয়েছে, নিশ্চয় মৃত্যুযন্ত্রণা কঠোরতা দুনিয়াবী স্বাদের অনুরূপ হবে। অতএব, যে ব্যক্তি যতবেশি স্বাদ নিয়েছে, মৃত্যুকালীন যন্ত্রণাও ততবেশি হবে। (মিনহাজুল আবেদীন, ৯৪ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুযন্ত্রণার কঠোরতার নমুনা

মৃত্যুযন্ত্রণার কঠোরতার নমুনা লক্ষ্য করুন, যেমন- হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: মৃত্যুর ভয়াবহতা দুনিয়া ও আখিরাতের যে কোন ভয়াবহতা হতে অধিক ভয়ঙ্কর। এর কঠোরতা করাত দিয়ে

www.dawateislami.net

চিরার চেয়ে, কাঁচি দিয়ে কাটার চেয়ে এবং গরম পাত্রে সিদ্ধ করার চেয়েও অধিক। কোন মৃত ব্যক্তি যদি জীবিত হয়ে মৃত্যুর কঠোরতা ও ভয়াবহতার কথা লোকদের জানিয়ে দিতো, তবে তাদের পানাহার, ঘুম, আরাম-আয়েশ সবই নষ্ট হয়ে যেতো। (শরহুস সুদূর, ২৩ পৃষ্ঠা)

কাশ্! কে ম্যায় দুনিয়া মে পয়দা না হুয়া হুতা,
কবর ও হাশর কা হার গম খতম হো গেয়া হুতা।
জা কুনী কি তাকলীফী জবেহ ছে হ্যায় বাড় কর কাশ্!
মুরগ বন কে ত্যায়বা মে জবেহ হু গেয়া হুতা।
আহ্! কছরতে ইছইয়া হায়! খওফে দোযখ কা,
কাশ্! ইস্ জাহা কা ম্যায় না বশর বনা হুতা।
শোর উঁা ইয়ে মাহশার মে খুল্দ মে গিয়া আত্তার,
গর না ওহ বাঁচাতে তো না'র মে গেয়া হুতা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৫৬-২৫৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেয়ামতের হিসাব নেওয়া সম্পর্কিত ৯টি হৃদয় কাঁপানো হাদীস শরীফ

ক্ষণস্থায়ী স্বাদ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার আগ্রহ বাড়ানোর জন্য ও দুনিয়াবী নেয়ামতের কারণ স্বরূপ আখিরাতের হিসাব-নিকাশ ব্যাপারে নিজের মাঝে ভয় সৃষ্টি হওয়ার জন্য হৃদয় কাঁপানো ৯টি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন।

www.dawateislami.net

﴾১﴿ "যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে, **আল্লাহ পাক** নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে একজনকে ডেকে তাঁর সম্মুখে দাঁড় করাবেন, আর তার কাছ থেকে তার শান ও মর্যাদা সম্পর্কে এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, যেভাবে তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।"

(আল মুজামুল আওসাত, ১ম খন্ড, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪৪৮১)

﴾২﴿ "বান্দার প্রতিটি কদম সম্পর্কেও কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তাকে বলা হবে, কদমটি সে কী কারণে দিয়েছিল?" **(তারিখে দামেশক, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৪ পৃষ্ঠা)**

﴾৩﴿ "কিয়ামতের দিন বান্দাকে সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন করা হবে, আমি কি তোমাকে শারীরিক সুস্থতা দান করিনি? আমি কি তোমাকে ঠান্ডা পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিনি? (তুমি সেগুলোর হক আদায় করেছিলে কিন?)"

(আল মুস্তাদরিক, ৫ম খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৭২৮৫)

﴾৪﴿ "মালিক ও তার চাকরকে নিয়ে আসা হবে আর স্বামী ও স্ত্রীকে নিয়ে আসা হবে অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ হবে। এমনকি পুরুষকে বলা হবে তুমি অমুক অমুক দিন খুব মজা করে পানি পান করেছিলে, আর স্বামীকে বলা হবে মেয়েটিকে আরও অনেকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। তুমিও কিন্তু একেই বিয়ে করতে চেয়েছিলে। আমি তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে

www.dawateislami.net

তোমার সাথে তার বিয়ে মঞ্জুর করেছিলাম। (তুমি কি এসব নেয়ামতের হক আদায় করেছ?)"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০ম খন্ড, ৬৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৮৩৯)

﴾৫﴿ "কিয়ামতের দিন মুমিনের প্রতিটি আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এমনকি তার চোখে সুরমা দেওয়া নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খন্ড, ৩১ পৃষ্ঠা)

﴾৬﴿ "বান্দা যা বক্তব্য দিয়ে থাকে (অর্থাৎ ওয়াজ করে ও বক্তব্য দেয়) সে সম্পর্কেও তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, এ দ্বারা তোমার কী উদ্দেশ্য ছিলো?" (আছ ছমতু মাআ মউসূআতি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭ম খন্ড, ২৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫১৪) (মুবাল্লিগ ও বক্তাগণ একটু চিন্তা করুন, বয়ানের উদ্দেশ্য কি **নেকীর দাওয়াত** দেওয়াই ছিল না কি বয়ানের প্রশংসা পাওয়া ও বাহ্‌বা কুড়ানোই ছিল? না কি প্রসিদ্ধি লাভের জন্য বা সম্পদ লাভের জন্য ছিল?)

﴾৭﴿ "যে ব্যক্তি কোন কিছুর প্রতি আহ্বান করে কিয়ামতের দিন তাকে তার আহ্বানের সাথে উঠানো হবে কেবল একজনকে আহ্বান করে থাকুক না কেন।" (ইবনে মাজাহ্, ১ম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২০৮) (এই বর্ণনাটিতে একনিষ্ঠতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন: **নেকীর দাওয়াত** কি কেবল **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই করেছিলে না অন্য কোন উদ্দেশ্যে ছিল? **একক প্রচেষ্টাকারী** মুবাল্লিগণও লক্ষ্য করুন)

www.dawateislami.net

﴾৮﴿ "সেই মহান সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন, কিয়ামতের ময়দানে তোমরা যেসব বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের শিকার হবে তা হলো, শীতল ছায়া, উন্নত খেজুর ও ঠান্ডা পানি।" (তিরমিযী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৩৮৬)

﴾৯﴿ "কিয়ামতের দিন ধনী-গরীব সবাই আশা করবে, হায়! দুনিয়াতে আমার যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত খাবার না থাকতো। (অর্থাৎ এতটুকু যা দিয়ে কেবল জীবন ধারণ করা যায়)।"

(ইবনে মাজাহ্, ৪র্থ খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৪)

যত সম্পদ তত বিপদ

﴾১﴿ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ বিন আমীরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: 'সম্পদ যত বেশি হবে, হিসাবও তত বেশি হবে।' (আল বুদূরুস সাফিরা ফি উমূরিল আখিরাহ্, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

﴾২﴿ হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: 'কিয়ামতের দিন এক দিরহামের মালিকের চেয়ে দুই দিরহামের মালিকের জিজ্ঞাসাবাদ কঠিন হবে।'

(আয যুহদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৭৯৭)

﴾৩﴿ "প্রসিদ্ধ তাবেয়ী সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া বিন কুররা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: 'কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন জিজ্ঞাসাবাদ হবে সুস্থ ও স্বচ্ছল ব্যক্তির।'

(তারিখে মদীনা দামেশক, ৫৯ খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

সদকা পেয়ারে কি হায়া কা, কে না লে মুঝছে হিসাব,
বখ্‌শ বে'পুছে লাজানে কো লাজানা কিয়া হ্যায়।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ, ১৭১ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আমার আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত পংক্তিটিতে **আল্লাহ পাকের** দরবারে ফরিয়াদ করেছেন: **'হে আল্লাহ পাক!** তোমার কাছে তোমার **প্রিয় হাবীব হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর লজ্জাশীলতার উসিলা দিচ্ছি, কিয়ামতের ময়দানে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা ব্যতীত ক্ষমা করে দিও, আমিতো আমার গুনাহের জন্য আগে থেকেই লজ্জিত। **হে আল্লাহ পাক!** আমার আমলের হিসাব নিয়ে আমাকে পূনরায় লজ্জিত করিওনা।

ইমতিহাঁ কে কাহা কাবিল হো মে পেয়ারে আল্লাহ
বে সবব বখ্‌শ দে মাওলা তেরা কিয়া জাতা হ্যায়।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২ বৎসর যাবৎ হিসাব-নিকাশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আখিরাতের হিসাব-নিকাশের বিষয়টি বড়ই কঠিন। শিক্ষামূলক একটি ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। শুনুন আর কান্না করতে থাকুন। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: "উম্মতের

www.dawateislami.net

শুভাকাঙ্ক্ষী, **আল্লাহ পাকের** ভয়ে সদা ভীত, জান্নাত বাসীদের সরদার আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারূকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ওফাতের পর তাঁর পরকালীন বিষয়াবলী সম্পর্কে জানার জন্য আমার খুবই ইচ্ছা ছিলো।

একদিন আমি স্বপ্নে একটি মহল দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: এটি কার? ফেরেশতারা বলল: এটি হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর। এরই মধ্যে **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উজির জান্নাতবাসীদের সর্দার, হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এমন অবস্থায় সেই মহল হতে বের হলেন: তাঁর গায়ে কেবল একটি চাদরই ছিল। তিনি যেন এই মাত্রই গোসল করেছেন। আমি জানতে চাইলাম: مَا فَعَلَ اللّٰہُ بِکَ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? জবাবে তিনি বললেন: উত্তম আচরণ করেছেন। অতঃপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমাদের কাছ থেকে আমার বিদায়ের কতদিন হয়েছে? আমি উত্তর দিলাম: ১২ বৎসর। তিনি বললেন: এতদিন পরেই আমি হিসাব-নিকাশ হতে অবসর হয়েছি। (তারিখে মদীনা দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৪৪তম খন্ড, ৪৮৩ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

তু বেহিসাব বখ্শ কেহ হ্যায় বেশুমার জুরম
দেতাহু ওয়াসেতা তুজে শাহে হিজায কা।

(যওকে না'ত, ১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবাদের মধ্য হতে সব চাইতে সম্পদশালী সাহাবীর কিয়ামত দিবসের হিসাব-নিকাশের অবস্থা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ন্যায় পরায়ণতার মহান আদর্শ, খোদাভীরুদের সরদার, হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এই ঘটনাটি আমাদের অনেক কিছুই শিক্ষা দেয়। আশারায়ে মুবাশশারা অর্থাৎ দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যিনি ছিলেন সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মাঝে সর্বাধিক সম্পদশালী তাঁর সমস্ত সম্পদ নিঃসন্দেহে হালাল ছিলো, আর সম্পদের আধিক্য তাঁকে উদাসীন করেনি বরং **আল্লাহ পাকের** ভয়ে ভীত হওয়ার মাধ্যমে পরিণত হয়। তাঁর কিয়ামত দিবসের হিসাব-নিকাশের ঘটনাও সম্পূর্ণ এক শিক্ষণীয় বিষয় শুনুন, একবার **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিকট তাশরিফ আনেন আর ইরশাদ করেন: "হে আমার সাহাবারা! আজ রাতে **আল্লাহ পাক** আমাকে জান্নাতে

www.dawateislami.net

তোমাদের প্রত্যেকের মর্যাদা ও স্থান সম্পর্কে আর আমার মর্যাদা ও স্থানের তুলনায় কার কত দূরত্ব সেসব কিছু অবহিত করিয়েছেন।

এরপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবায়ে কিরামগণের স্থান ও মর্যাদা এক এক করে বর্ণনা করার পর হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: (হে আব্দুর রহমান) আমি দেখলাম: তুমি আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছো। এমনকি আমি তোমার ক্ষতি হয়ে যাওয়ার আশংকা করছিলাম। অতঃপর কিছুক্ষণ পরে তুমি ঘামযুক্ত শরীরে আমার কাছে এসে গেলে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করাতে তুমি আমাকে বলেছ: হিসাব-নিকাশের জন্য আটকানোর পর আমার কাছে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয় যে, সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছ? কোথায় ব্যয় করেছ? হাদীস বর্ণনাকারী বলেছেন: হযরত আব্দুর রহমান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এ বর্ণনা শুনতেই কান্না করতে লাগলেন ও আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই একশত উট যেগুলো ব্যবসায়িক পণ্যের সাথে মিশর থেকে এসেছে আপনাকে স্বাক্ষী রেখে মদিনা শরীফের অভাবী ও এতিমদের জন্য সদকা করে দিলাম।" (তারিখে দামেশক, ৩৫তম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আওফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ উম্মুল

www.dawateislami.net

মুমিনীন সায়্যিদাতুনা হযরত উম্মে সালমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কাছে গিয়ে বললেন: আমার ভয় হয়, কখনো আবার এই অঢেল সম্পদ যেন আখিরাতে আমাকে ধ্বংসে ফেলে না দেয়। হযরত উম্মে সালমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বললেন: তোমার সম্পদ **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় ব্যয় করতে থাকো।

(ইস্তিআব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খন্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা)

সম্পদশালীদের জন্য ভাবনার বিষয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে নিরেট হালাল সম্পদের মালিকদের ও নিজেদের হালাল সম্পদ উভয় হাতে **আল্লাহ পাকের** রাস্তায় বিলিয়ে দেওয়া ব্যক্তিদের কিয়ামত দিবসের প্রকম্পনকারী হিসাব-নিকাশের কথা ভাবতে গিয়ে সম্পদশালীদের বিশেষভাবে সজাগ হওয়া এবং কিয়ামতের বেহুশ করা ভয়াবহ অবস্থাকে ভয় করা উচিত, আর যেসব ব্যক্তি কেবল দুনিয়াবী লালসায় সম্পদ উপার্জন করে থাকে, এদিক সেদিক হাতড়াতে থাকে, সম্পদ বৃদ্ধি করার মাধ্যমকে আরও নতুন আঙ্গিকে রূপ দিতে থাকে তাদের এই কর্মকান্ডের উপরও দ্বিতীয়বার ভেবে দেখা দরকার, আর যে ব্যবস্থাপনাটি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের জন্য উত্তম সেই পন্থাই গ্রহণ করা উচিত।

www.dawateislami.net

ধন-সম্পদ সম্পর্কিত ভালো ভালো নিয়্যত

হালাল সম্পদ উপার্জন করা মূলত: মুবাহ (অর্থাৎ এতে না আছে সাওয়াব, না গুনাহ্)। নিয়্যত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এমন কোন লোক যদি এর ভালো ভালো নিয়্যত করে নেয়, তাহলে সে কোটিপতিই বা হোক না কেন সেই সম্পদ আখিরাতে তার জন্য কোন রূপ ক্ষতির কারণ হবে না। কিন্তু মনে রাখবেন! নামের জন্য কেবল মুখে নিয়্যতের কতগুলো বাক্য বলে নেওয়াকেই নিয়্যত বলা যায় না।

নিয়্যত হলো মনের দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্পেরই নাম। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিয়্যত করছে, তার মনে এটি বিদ্যমান থাকবে, আমি অবশ্যই এ কাজটিই করব। ধন-সম্পদের ব্যাপারে নিয়্যতের আগ্রহ সৃষ্টি করতে গিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: 'সম্পদ অর্জন করা, বর্জন করা, ব্যয় করা ও সঞ্চয় করার পিছনে বিশুদ্ধ নিয়্যত থাকা দরকার। এ কারণেই সম্পদ অর্জন করবে যেন ইবাদত করতে সাহায্য পাওয়া যায়, আর বর্জন করার ক্ষেত্রে 'যুহদ' বা দুনিয়া বিমুখতার নিয়্যত নিয়ে এবং একে তুচ্ছ মনে করেই বর্জন করবে। এই পন্থা গ্রহণ করলে সম্পদ বিদ্যমান থাকা

www.dawateislami.net

সত্ত্বেও তার কোন ক্ষতির কারণ হবে না।' এই কারণেই আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: 'কোন ব্যক্তি যদি দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ হস্তগত করে নেয়, আর তার ইচ্ছা যদি হয় **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন করা, তাহলে সে ব্যক্তি যাহিদ বা দুনিয়া বিমুখ। অপরদিকে কেউ যদি তার সমস্ত সম্পদ বর্জন করে, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি বিধান করার নিয়্যত না থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি যাহিদ বা দুনিয়া বিমুখ নয়। অতএব, আপনার সমস্ত কাজকর্ম ও ধন-সম্পদ কেবল **আল্লাহ পাকের** ওয়াস্তেই হওয়া চাই, আর ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া চাই। ইবাদতের সাহায্যার্থে হওয়া চাই। যা ইবাদত হতে দূরে তা হলো খাবার খাওয়া ও প্রস্রাব-পায়খানা করা। কিন্তু এ দুইটি কাজও ইবাদতের জন্য সহায়ক। এ দিয়ে আপনার নিয়্যত যদি তাই হয়ে থাকে অর্থাৎ ইবাদতের জন্য শক্তি অর্জন করা ও মনের একাগ্রতা সৃষ্টি হওয়ার নিয়্যত থাকে, তাহলে এ কাজও আপনার জন্য ইবাদত হিসাবে পরিগণিত হবে। অনুরূপ যে সব বস্তু আপনাকে দুনিয়াবী নিরাপত্তা দেয়, যেমন; পোশাক, পাজামা, বিছানা-আসবাবপত্র প্রভৃতি তাহলে এসব বস্তুকে নিয়েও ভালো নিয়্যত করে নেওয়া উচিত। কেননা দ্বীনের উপর আমল করার ক্ষেত্রে

www.dawateislami.net

এসব কিছুর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে, আর যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত রয়েছে সে সব দিয়ে **আল্লাহ পাকের** বান্দাদের উপকার সাধন করার নিয়্যত থাকতে হবে। কোন ব্যক্তির যদি সে সব জিনিসের প্রয়োজন হয়, যেন তখন তা নিজের কাছে রেখে না দেয়। যে ব্যক্তি এরূপ আমল করবে, তাহলে সে সম্পদের সাপ (এখানে সম্পদকে সাপের সাথে তুলনা দেওয়া হলো) থেকে তার (উপকারী অংশটি) বিষাক্ত ঔষধটি যেন তুলে নিয়ে নিলো এবং নিজেও (স্বয়ং সাপের) বিষ থেকে নিরাপদ রইল। এমন ব্যক্তিকে সম্পদের আধিক্য ক্ষতির দিকে ঠেলে দেয় না। কিন্তু এ কাজটি সে ব্যক্তিই করতে পারে যে দ্বীনের উপর অটল থাকে, আর যার কাছে যথেষ্ট জ্ঞান থাকে। ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ধন-সম্পদ হতে বিরত থাকার শিক্ষা দিতে গিয়ে আরও বলেন: 'কোন অন্ধ ব্যক্তি যেমনি দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির ন্যায় পাহাড়পর্বতের উঁচু চূড়ায়, সাগর পাড়ে, কাঁটাযুক্ত পথে চলাফেরা করতে পারে না অনুরূপভাবে সাধারণ মানুষের পক্ষে ধন-সম্পদের বিপদ-আপদ থেকে বাঁচাও অসম্ভব।' **(ইহইয়াউল উলূম, ২য় খন্ড, ৩২৫ পৃষ্ঠা)**

পরহেজগার লোক ও অধিক দ্বীনের জ্ঞান যাদের রয়েছে, তারাই ইচ্ছা করলে ধন-সম্পদ অর্জন করতে পারেন। কেননা তারা তা শরীয়াতের প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী

www.dawateislami.net

অর্জন করবে ও শরীয়াত অনুযায়ী তারা তা ব্যবহার করতে পারবে, আর তারা ধন-সম্পদের বিপদ-আপদ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবে।

আহত হৃদয়ের বুযুর্গ ব্যক্তি

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: কোন এক বুযুর্গ লোক কান্না করছিলেন। তাঁর চারিদিকে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। তারা দুঃখ করতে গিয়ে বলতে লাগল: **আল্লাহ পাক** আপনার উপর দয়া করুক, কী ব্যাপার, আপনি কেন কান্না করছেন? তিনি বললেন: আমার মনে একটি আঘাত, যেটা **আল্লাহ পাক**কে যারা ভয় করে তারা পেয়ে থাকে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল: সে আঘাতটি কীভাবে হয়ে থাকে? বুযুর্গটি বললেন: সেটা উপস্থিত হওয়ার ভয়ের আঘাত, যখন কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** দরবারে হিসাব-নিকাশের জন্য পেশ করার আদেশ দেওয়া হবে। (ইহইয়াউল উলূম, ৪র্থ খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদেরও বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আইব দুনিয়া মে তু'নে চুপায়ী, হাশর মে ভী না আব আঁচ আয়ে,
আহ্! নামা মেরা খুল রাহা হে, ইয়ে খোদা তুজছে মেরী দু'আ হে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘৃনা ভালবাসায় পরিবর্তন হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জ্ঞান বাড়ানোর জন্য, খাঁটি ইসলামী আকিদা হৃদয়ে গেঁথে নেওয়ার জন্য, শয়তানকে দূরে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য, ঈমান ধ্বংসকারী কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য, অলসতার নিদ্রা ভঙ্গের জন্য, রূহানী প্রশান্তি পাওয়ার জন্য এবং নিজেকে সৎ চরিত্রবান মুসলমান বানানোর জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, আর এই মাদানী উদ্দেশ্য; **'আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে'** অর্জনের লক্ষ্যে নিজের ঈমানকে হেফাজত করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকুন, নিয়মিত নামায আদায় করুন, সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন, নেক আমলের পুস্তিকা অনুযায়ী জীবন গড়ুন, আর তাতে অটল থাকার জন্য প্রত্যেক দিন পরকালীন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে **নেক আমলে**র পুস্তিকা পুরণ করতে থাকুন, আর প্রত্যেক ইসলামী মাসের **১ম** তারিখের মধ্যে আপনার

www.dawateislami.net

এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের নিকট জমা দিতে থাকুন।

প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিন সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন, আপনাদের আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি মাদানী বাহার শুনাচ্ছি। চেচা ওয়াতনীর (জিলা শাহিওয়াল) এক ইসলামী ভাই উদাসীনতার উপত্যকায় কাটানো নিজের জীবনের কিছু ঘটনা এভাবেই ব্যক্ত করেন। আমার জীবনটি পূর্ণ উদাসীনতায় কাটছিলো। আমার বিরান হয়ে যাওয়া বাগানে পূনরায় হেদায়তের বাতাস বইতে লাগল **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত এক আশিকানে রাসুলের বরকতপূর্ণ সংস্পর্শে। তাঁর **একক প্রচেষ্টা** আমাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র নিকটে নিয়ে আসে। আমি দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। প্রথমবার আমি সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বয়ান শোনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম। সব কিছুই আমার খুবই ভালো লেগেছে। কিন্তু ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা এক ইসলামী ভাই যখন আবেগপূর্ণ একটি আওয়াজ দিয়ে **আল্লাহ পাকের** জিকিরে লিপ্ত হয়ে যায়, তখন মনের অজান্তে আমার হাসি পেয়ে বসে। লোকটি কি পাগলামী আরম্ভ করে দিলো।

www.dawateislami.net

اَلْعِيَاذُ بِاللّٰه! (**আল্লাহ**র পানাহ) আমি এমন বোকার মতো সন্দেহে মগ্ন এমন সময় হঠাৎ রূহানী এক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যে, আমি নিজেও **আল্লাহ পাকের** যিকিরে মশগুল হয়ে যাই। আমি এমনভাবে আত্মহারা হয়ে গেলাম যে, আশে-পাশের খবরও আমার ছিল না। অন্তরে আশ্চর্য এক অনুভূতি ও আনন্দ সৃষ্টি হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه! সেই যিকির ও দোয়ার বরকতে আমার মন-মানসিকতায় এক ধরনের চমৎকার ভাবগাম্ভীর্য সৃষ্টি হয়ে যায়। পূর্বের গুনাহ থেকে তাওবা করে আমি নামায ও সুন্নাতের পথের পথিক হয়ে যায়। আমি মুখে দাঁড়ি মোবারক আর মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه রমযান শরীফে ইতিকাফের বরকত নেওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করি। বর্তমানে আমার আব্বাজানও মুখে দাঁড়ি রেখে দিয়েছেন। পরিবারের সবাই সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়া রযবীয়ায় দাখিল হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এটি লেখা পর্যন্ত আমি নেক আমল রিসালার খাদিম হিসাবে মাদানী কাজ আঞ্জাম দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

ইছি মা'হোল নে আদ্না কো আ'লা কর দিয়া দেখো,
আন্দেরা হি আন্দেরা থা, উজালা কর দিয়া দেখো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী

আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কোন নেয়ামত দান করেছেন আর তোমাদের সেটা অবশিষ্ট থাকাটা পছন্দ হয় তাহলে তোমরা অধিকহারে কৃতজ্ঞতা আদায় করো, যদি তোমাদের রিযিকের মধ্যে কমতি আসে তাহলে অধিকহারে ইস্তিগফার (অর্থাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করো) যদি শাসক বা অন্য কোন দিক থেকে তোমাদের উপর বিপদ এসে পড়ে তাহলে لَا حَوْلَ শরীফ (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ) অধিকহারে পাঠ করো কেননা لَا حَوْلَ শরীফ প্রশস্থতার চাবিকটি ও জান্নাতের ধনভান্ডার। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/২২৫, নং: ৩৭৮৩)**

www.dawateislami.net

আখেরী নবী ﷺ ইরশাদ করেন:

"অধিক পরিমাণে সম্পদ জমাকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন অল্প নেকী অর্জনকারী হবে। সে ব্যতীত যাকে **আল্লাহ পাক** সম্পদ দান করেছেন আর সে সম্পদকে নিজের ডানে, বামে, সামনে ও পিছনে (নেক কাজে) ব্যয় করে আর এর মাধ্যমে উত্তম (অর্থাৎ নেকীর) কাজ করে।"

(বুখারী, ৪/২২১, হাদীস: ৬৪৪৩)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net